"বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি ঃ ২০১০-১১" বিষয়ক সেমিনার
প্রধান অতিথি, গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক এর বক্তব্য ।

তারিখ ঃ ০৭/৮/২০১০
সময় ঃ বিকাল ৫ঃ০০ ঘটিকা
স্থান ঃ কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান
অনুষদীয় কনফারেন্স হল
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,ময়মনসিংহ

আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই এ ধরনের একটি ব্যতিক্রমধর্মী সেমিনারের আয়োজন করার জন্যে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি । কৃষি অর্থনীতির তাত্ত্বিক গবেষণা ও প্রায়োগিক চর্চায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অবিস্মরণীয় । বস্তুতপক্ষে, বাংলাদেশের কৃষি খাতের উন্নয়নে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুমাত্রিক কর্মতৎপরতা আমাদের নিজেদের সামর্থ্যের ওপর অপার আস্থা ও আত্মবিশ্বাস জোরদার করেছে ।

০২। কৃষির গুরুত্ব ঃ

আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষকদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্যেই সাম্প্রতিককালের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও আমাদের অর্থনীতি ততটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি । কৃষক যদি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অধিক হারে খাদ্যশস্য উৎপাদন না করতেন তাহলে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানিতে আমাদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার একটি বিপুল অংশ ব্যয় করতে হতো যা প্রকারান্তরে, আমাদের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলতো । তাছাড়া, আমাদের কৃষক সন্তানদের বড় অংশ সুদূর প্রবাসে থেকে এমনকি মরুভূমির তপ্ত বালুতে কাজ করেও যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছেন তা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে ব্যাপক অবদান রাখছে । ফলে জাতি হিসেবে কৃষকদের প্রতি রয়েছে আমাদের অপরিসীম দায়বদ্ধতা । তাইতো কৃষি ও কৃষকের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পরে কৃষিবিদগণকে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার মর্যাদা প্রদান করেছিলেন ।

আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতিতে কৃষির পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম । কেননা, এ দু'টি খাতই শ্রমঘন (labour intensive) এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম । ফলে, সাম্য সহায়ক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের প্রয়াসে এ দু'টি খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ।

০৩। কৃষির চ্যালেঞ্জ ঃ

বাংলাদেশে কৃষিজাত পণ্যের গড় উৎপাদন অন্যান্য দেশের তুলনায় কম । অথচ এদেশে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে । এই সুযোগ কাজে লাগানো বাংলাদেশের কৃষি খাতের জন্য অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ । বাংলাদেশে কৃষির জন্যে আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে- বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন । বৈরী আবহাওয়ার কারণে আমাদের দেশী প্রজাতির ফসল উৎপাদনে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে । অবশ্য, ইতোমধ্যেই আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীরা নতুন কিছু প্রজাতির ফসল উদ্ভাবন করতে পেরেছেন যা বৈরী আবহাওয়া মোকাবেলায় সক্ষম । অপরদিকে, আমাদের সাহসী ও নিষ্ঠাবান কৃষক ভাইয়েরা সময়মত ও ন্যায়সঙ্গত মূল্যে উপকরণাদি পেলে এবং কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার যথেষ্ট বৃদ্ধি করতে পারলে কৃষি খাতে ব্যাপক উন্নতি হবে বলে আমার বিশ্বাস । কৃষিতে বাজারজাতকরণ, বিপণন ও পণ্যের যথাযথ মূল্যের প্রাপ্যতার সমস্যা রয়েছে । কৃষি মন্ত্রণালয় এ সমস্ত সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে ।

০৪। বিগত অর্থবছরের (২০০৯-১০)অর্জন ঃ

বিগত অর্থবছরে মোটা দাগে আমরা যে সমস্ত লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি তা হলো ঃ

ক) সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে এ যাবত কালের সর্বোচ্চ ১১,৫০০ কোটি টাকার কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা ছিল পূর্ববর্তী অর্থবছরের চেয়ে ২৩ শতাংশ বেশি । উল্লেখিত সময়ে ১১,১১৭ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৯৭ শতাংশ অর্জিত হয়েছে ।

চলমান পাতা/২

খ) বর্গাচাষিদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথমবারের মত ৫০০ কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম চালু করে । সর্বশেষ তথ্য মোতাবেক প্রায় ৮০ হাজার বর্গাচাষিকে ৯০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে । একটি বেসরকারি সংস্থাকে সঙ্গে নিয়ে উদ্ভাবনীমূলক এ কর্মসূচির মাধ্যমে এ দেশের সবচেয়ে উপেক্ষিত কৃষককূলকে আর্থিক সেবায় যুক্ত করা একটি বড় ধরনের অগ্রগতি বলে আমি মনে করি। এছাড়া, বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচির আওতায় ব্যাংকগুলো ৩ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গাচাষিকে প্রায় ৪২২ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করেছে ।

গ) বিগত অর্থবছরে প্রকৃত কৃষকগণ যেন সময়মত এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কৃষি ঋণ পান তা নিশ্চিত করার জন্যে প্রকাশ্যে কৃষি ঋণ বিতরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় । এ কর্মসূচির আওতায় মোট ১০,৯৬৭ টি প্রকাশ্য সভার মাধ্যমে প্রায় ২.২৪ লক্ষ কৃষকের মাঝে প্রায় ৩৮২.৫৪ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ।

ঘ) কৃষি কর্মকান্ডে সরকারি সহায়তার অংশ হিসেবে সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন ভর্তুকি ব্যাংকের মাধ্যমে সহজে প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে নগদ মাত্র ১০/- টাকা জমা গ্রহণপূর্বক এ পর্যন্ত ৮৮ লক্ষ ৭০ হাজার কৃষকের ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে ।

০৫। বর্তমান অর্থবছরের (২০১০-১১) কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি ঃ

আপনারা জানেন প্রথাগতভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিবছরই কৃষি ঋণ বিতরণের indicative target ঘোষণা করে থাকে । তবে, বর্তমান অর্থবছরের জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যে কৃষি ঋণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে তাতে পরিমাণগত (quantitative) এবং গুণগত (qualitative) নতুন অনেকগুলো পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে । নীতিমালায় যে সমস্ত বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে তা হলো-

ক) কৃষি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি;
খ) ঋণ বিতরণের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত;
গ) প্রচলিত খাতের পাশাপাশি নতুন নতুন খাত চিহ্নিতকরণ;
ঘ) ঋণ বিতরণ ও আদায়ে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণ;
ঙ) ঋণ আদায় প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ;
চ) কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ে সচেতনতা ও জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ ।

ক) **কৃষি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি ঃ** চলতি অর্থবছরে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ১২ হাজার ৬০০ কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে যা জাতীয় বাজেটের প্রায় ৯.৫% । বিগত অর্থবছরের তুলনায় এই লক্ষ্যমাত্রা প্রায় ৯.৬% বেশি ।

খ) **ঋণ বিতরণের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত ঃ** কৃষি ঋণ সহজে বিতরণের জন্যে আবেদন ফরম সহজীকরণ, ঋণের sanction ও disbursement এর মধ্যে time gap কমানো, শস্য ঋণের ক্ষেত্রে কোন চার্জ/প্রসেসিং ফি না নেয়া, স্বচ্ছতার জন্যে সম্প্রতি ১০ টাকা জমা গ্রহণপূর্বক কৃষকের জন্যে যে ৮৮ লক্ষ ৭০ হাজার ব্যাংক একাউন্ট খোলা হয়েছে তার মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণ এবং প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে ।

গ) **প্রচলিত খাতের পাশাপাশি নতুন নতুন খাত চিহ্নিতকরণ ঃ** কৃষি ঋণ বিতরণের জন্যে নতুন নতুন ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । যেমন-কমলা, আগর, স্ট্রবেরি, পান, মধু চাষ ইত্যাদি খাতে ঋণ দেয়ার পাশাপাশি টিস্যু কালচার, উচ্চমূল্য ফসল ইত্যাদি খাতে ঋণ দেয়ার জন্যে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে । এছাড়া নীতিমালায় মৎস্য ও পশু সম্পদের উন্নয়ন, পোলট্রি ও ডেইরি খাতে অর্থায়ন নিশ্চিতকরণ, গ্রামীণ অর্থায়ন, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি, শস্য গুদাম ও বাজারজাতকরণ খাতে অর্থ বরাদ্দের পাশাপাশি অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় ঋণ প্রদানের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে ।

চলমান পাতা/৩

গ.০১ঃ বাংলাদেশের বিজ্ঞানী কর্তৃক সম্প্রতি পাটের জীবন রহস্য (Genome sequencing) আবিষ্কৃত হয়েছে, যা পাট চাষের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে । পাট চাষের ক্ষেত্রে এই যে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে তাতে প্রণোদনা দেয়ার জন্যেও সরকার চেষ্টা করছে । সদ্য প্রণীত কৃষি ঋণ নীতিমালাতেও পাট চাষের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে । বাংলাদেশে এখনো বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাম অয়েলের চাষ শুরু হয়নি তবে, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের মতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ২৭টি জেলা/এলাকায় পাম চাষ করা সম্ভব । ইতোমধ্যে কোন কোন এলাকায় পাম গাছ রোপণ করা হয়েছে । ফলে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে কৃষকগণকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাম চাষে আগ্রহী করার জন্যে নীতিমালায় এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।

গ.০২ঃ দেশে আমদানি নির্ভর ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টার চাষকে উৎসাহ দিতে সরকার ঘোষিত রেয়াতী (২%) হার সুদে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও প্রচারের অভাবে এ খাতে যথেষ্ট ঋণ বিতরণ হয়নি । বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকের প্রচারণা বৃদ্ধির ফলে বিগত অর্থবছরে এ খাতে ১২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে । নতুন নীতিমালায় রেয়াতী (২%) হার সুদে ঋণ বিতরণের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে । উপরন্তু, এ খাতে ২% হারে ঋণ বিতরণের বিপরীতে ব্যাংকগুলো যাতে দ্রুত ভর্তুকি সুবিধা পায় এ জন্যে সম্প্রতি ভর্তুকি প্রাপ্তির ব্যবস্থা সহজীকরণ করা হয়েছে । আশা করি, এ খাতে আগ্রহী কৃষকদের মাঝে বর্তমান বছরে বেশি পরিমাণে ঋণ বিতরণ করা সম্ভব হবে ।

গ.০৩ঃ কৃষি উন্নয়নে সেচ ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । সেচের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ অথবা ডিজেল অপরিহার্য জ্বালানী । কিন্তু, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতে সরকারের ত্বরিৎ এবং বিভিন্ন মেয়াদি নানামুখি উদ্যোগ ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা সত্ত্বেও এ সমস্ত উদ্যোগের সফলতা পেতে আরো কিছু সময়ের প্রয়োজন । ফলে, সৌর শক্তির মাধ্যমে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা একদিকে জাতীয় গ্রিডের ওপর চাহিদা চাপ লাঘব করতে পারে অপরদিকে, সৌরশক্তি নির্ভর সেচ কাজে ভূ-উপরিস্থিত পানি বা surface water ব্যবহার করা হবে বলে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে । সে জন্যে সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্র ক্রয়ে ঋণ প্রদানের বিষয়টি নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্র প্রায় ২০ বছর ব্যবহার করা যায় । ফলে প্রাথমিক ব্যয় কিছুটা বেশি হলেও প্রকৃত অর্থে তা ব্যয় সাশ্রয়ী । বিশেষ করে দক্ষিণ বাংলায় এখনও এক ফসলি জমিই বেশি বলে এই সেচ পদ্ধতি অনেকটাই প্রাসঙ্গিক হবে বলে আমার বিশ্বাস ।

গ.০৪ঃ কৃষি ও কৃষির সাথে সম্পর্কিত আয় উৎসারী কর্মকান্ডে জড়িত নারীগণ এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ঋণ প্রদানের বিষয়টি নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । এছাড়া বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন বা climate change এর ফলে কৃষিতে সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলার জন্যে আলোচ্য নীতিমালায় প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে ।

ঘ) ঋণ বিতরণ ও আদায়ে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণ ঃ কৃষি ঋণ কার্যক্রম তদারকির জন্যে গত বছর আমরা তিন স্তরবিশিষ্ট (কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়, শাখা অফিসগুলো ও ব্যাংকগুলোর প্রধান কার্যালয়) **মনিটরিং ব্যবস্থা** চালু করেছিলাম । এছাড়া, কৃষি ঋণ মনিটরিং এর জন্যে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা কৃষি ঋণ কমিটিও বিদ্যমান রয়েছে । বর্তমান অর্থবছরে উপরিউক্ত তিন স্তর মনিটরিং ব্যবস্থা ছাড়াও জেলা কৃষি ঋণ কমিটির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি এবং মনিটরিং জোরদার করার ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে । জেলা কৃষি ঋণ কমিটিতে এ বছর থেকে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর স্থানীয় প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে ।

চলমান পাতা/৪

ঙ) **ঋণ আদায় প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ ঃ** কৃষি ঋণ কেবলমাত্র বিতরণ করলেই হবে না এ খাতে তারল্য প্রবাহ অব্যাহত রাখার স্বার্থে **ঋণ আদায়ের** প্রতিও নতুন নীতিমালা এবং কর্মসূচিতে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে । এ ক্ষেত্রে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, সরকার ঋণ খেলাপি/সুদ মওকুফের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর । ফলে, কৃষি ঋণ আদায়ের ব্যাপারে ব্যাংকগুলোকে সবসময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বলা হয়েছে । তবে দুর্যোগ ও দুর্বিপাকের কারণে প্রচলিত নিয়মে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শক্রমে ব্যাংকগুলো ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের ঋণ আদায় সাময়িকভাবে স্থগিত/বিলম্বিত করতে পারবে ।

চ) **কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ে সচেতনতা ও জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ ঃ** কৃষি ঋণ বিতরণ বর্তমানে সকল ব্যাংকের জন্যে বাধ্যতামূলক । কিন্তু, নীতিমালায় অনেক নতুন বিষয় সংযোজন এবং বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকগুলোর জন্যে কৃষি ঋণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের বিষয়টি নতুন হওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর ব্যাপারে মাঠ পর্যায়সহ বিভিন্ন পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট ব্যাংকারদের মাঝে আরো বেশি সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলো স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাঝে কৃষি/পল্লী ঋণ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ, কর্মশালার আয়োজনসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে । এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল সহযোগিতা প্রদান করা হবে ।

০৬। সম্প্রতি প্রণীত ৫ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংকের কৌশলগত পরিকল্পনায় অধিকতর আর্থিক অন্তর্ভুক্তির (financial inclusion) জন্যে আমরা কৃষি ও এসএমই এর মতো খাতগুলোতে অধিক ঋণ সহায়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছি । ২০১০-১১ অর্থবছরের প্রথমার্ধের জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘোষিত মুদ্রানীতি ভঙ্গিতেও মূল্য পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার পাশাপাশি আর্থিক সেবার অন্তর্ভুক্তি প্রসারে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগের অংশ হিসেবে কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ, নবায়নযোগ্য জ্বালানী ও অন্যান্য উৎপাদনমুখী খাতে পর্যাপ্ত অর্থায়ন বজায় রাখার বিষয়ে আমরা জোর দিয়েছি ।

০৭। পরিশেষে আমি আশা করি যে, বৈশ্বিক জলবায়ুর পরিবর্তন ও ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে কৃষি খাতে কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীগণ শস্যবহুমুখীকরণ, শস্যের নতুন জাত উদ্ভাবন, পশু ও মৎস্য সম্পদ এবং বন ও বনজ সম্পদের উন্নয়নে যথাযথ গবেষণায় অধিকতর মনোনিবেশ করবেন যাতে করে সামগ্রিকভাবে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ভিত্তি বিনির্মাণ সহজ হয় ।

সবাইকে ধন্যবাদ ।